ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মুক্তির আগেই ১০০ কোটি টাকা আয় 'ডাঙ্কি'র

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপ ফাইনালে হার; কী অভিযোগ শামির?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৩ ● কলকাতা ● ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বিধানসভার স্পিকারকে

অসম্মান করার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। অভিযোগ, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ করেছেন তিনি। অন্য দিকে, স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেবে বিজেপি বলে জানালেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "আজই (মঙ্গলবার) সচিবের কাছে প্রস্তাব জমা দেওয়া হবে।" তার কিছু ক্ষণের মধ্যেই বিধানসভা সচিব সুকুমার রায়ের ঘরে গিয়ে স্পিকারের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন জমা দেয় বিজেপি পরিষদীয় দল।উল্লেখ্য, এর আগেও বিধানসভায় বিজেপিত্যাগী বিধায়কদের নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তা নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছে অধিবেশন কক্ষ। মঙ্গলবার শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, "আমরা বিজেপির সদস্যরা যেখানে স্পিকারের কাছ থেকে সংবিধানের প্রোটেকশন পাচ্ছি না, সেখানে সংবিধান দিবসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে লাভ নেই। আমরা ভিতরেও বলেছি, এই হাউস সংবিধানের পরিপন্থী হয়ে কাজ করছে।"

অন্য দিকে, বিধানসভার বাইরে বেরিয়ে স্পিকার বিমান বলেন, "রাস্তার মোড়ে যা বলা যায়, তা বিধানসভা কক্ষে বলা যায় না।"তাঁরা এক গুচ্ছ অভিযোগ করেছেন স্পিকারের বিরুদ্ধে। বস্তুত, মঙ্গলবার অধিবেশনের শুরু থেকেই বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

এরপর ৩ পাতায়

খননকাজ সমাপ্ত করেই

পুজোয় বসে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার আর্নল্ড ডিক্স

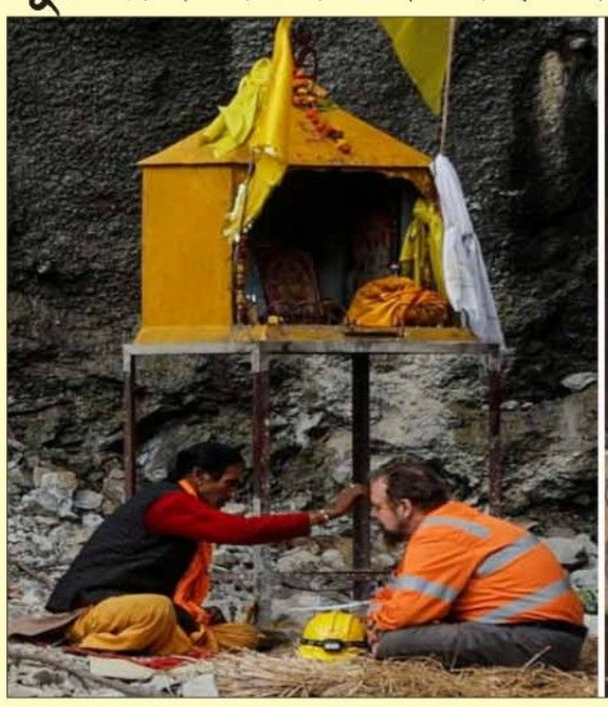

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুড়ঙ্গ খননের কাজ প্রায় শেষের পথে। অপেক্ষা আর কিছু সময়ের। তার পরেই সুড়ঙ্গ থেকে বার করে আনা যাবে ৪১ জন শ্রমিককে। এই উদ্ধারকাজ যাতে নির্বিঘ্নে মিটে যায়, সে কারণে সুড়ঙ্গের বাইরে প্রার্থনায় বসলেন আর্নল্ড ডিক্স। এই সুড়ঙ্গ খননের কাজের তিনিই রূপকার। সেই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ডিক্স পেশায় আইনজীবী। ব্রিটিশ ইনস্টিটিউট অফ ইনভেস্টিগেটর্সের অন্যতম সদস্য তিনি। পাশাপাশি, অধ্যাপনাও করেন। টোকিয়ো সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে মাঝেমধ্যে সুড়ঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়ে পড়ান তিনি। এ বার তিনি উপস্থিত উত্তরাখণ্ডেও। শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য বসলেন পুজোতেও। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, সুড়ঙ্গের বাইরে রয়েছে একটি ছোট অস্থায়ী মন্দির। সেখানেই পুরোহিতের সঙ্গে পুজোয় বসেছেন ডিক্স। উদ্ধারকাজ যাতে নিরাপদে মিটে যায়, সে কারণে প্রার্থনা করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি। এই প্রথম নয়, যে দিন প্রথম উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছিল ডিক্সের তত্ত্বাবধানে, সে দিনও এই মন্দিরের বাইরে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি।

ডিক্স অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। উত্তরকাশীতে উদ্ধারকাজের দায়িত্বে রয়েছে মোট পাঁচটি সংস্থা ও এনজিসি, এসজেভিএনএল, আরভিএনএল, এনএইচআইডসিএল এবং টিএইচডিসিএল। এই সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন ডিক্স। সুড়ঙ্গ বিশেষজ্ঞ হিসাবেই তিনি পরিচিত। পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে সুড়ঙ্গে কোনও বিপদ হলে তিনি দলবল নিয়ে পৌঁছে যান। সুড়ঙ্গে ধস নামলে বা আগুন লেগে গেলে কী করা উচিত, সেই নিয়ে পরামর্শ দেন তিনি। ওই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের কী ভাবে নিরাপদে বার করে আনা হবে, তা-ও জানান তিনি।

অমিত শাহ কাল কলকাতায়,

বিরোধীশূন্য বিধানসভায় কালো পোশাক পরবে তৃণমূল

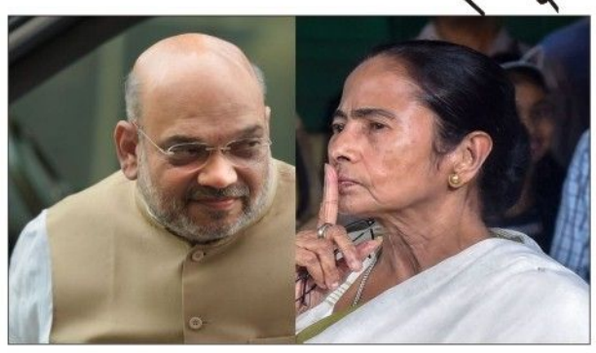

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে বিজেপির সভায় বুধবার যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি দুর্নীতির অভিযোগ, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অরাজকতার অভিযোগ এনে এই সভার আয়োজন করেছেন শুভেন্দু-সুকান্তরা।তৃণমূল সেই কৌশল আন্দাজ করতে পেরে বঞ্চনার বিষয়টি তুলছে। কারণ, এটা বাস্তব যে গ্রাম স্তরে বহু প্রকল্পে কেন্দ্র বরাদ্দ বন্ধ করে রেখেছে। বিক্ষিপ্ত অনিয়মের অভিযোগে সবার জন্য 'জল বন্ধ' করে রেখেছে। গ্রামে অনেকেই বোঝে না যে এই টাকা কে দেয়, কার কারণে আটকে রয়েছে সেই টাকা। তৃণমূল প্রতিনিয়ত তাদের এটা বোঝাতেই ততপর যে বাংলার বর্তমান সরকার নিজেদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটা সম্ভব দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্র টাকা বন্ধ করে রেখেছে। ফলে ধরে নেওয়া যায় যে লোকসভা ভোটে বাংলায় এই দুই ধারণারই লড়াই হবে। দুর্নীতির অভিযোগ বনাম বঞ্চনার অভিযোগ। তারই মহড়া চলছে এখন।তাই বুধবারের সভার সূচিমুখ কী হতে পারে তা এখনই স্পষ্ট। কিন্তু রাজনৈতিক দ্বৈরথের পরিবেশ কাল যাতে এক তরফা না থাকে তাই পাল্টা কৌশল নিয়েছে তৃণমূলও। বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা এখন বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের আক্রমণের অন্যতম

এরপর ৩ পাতায়

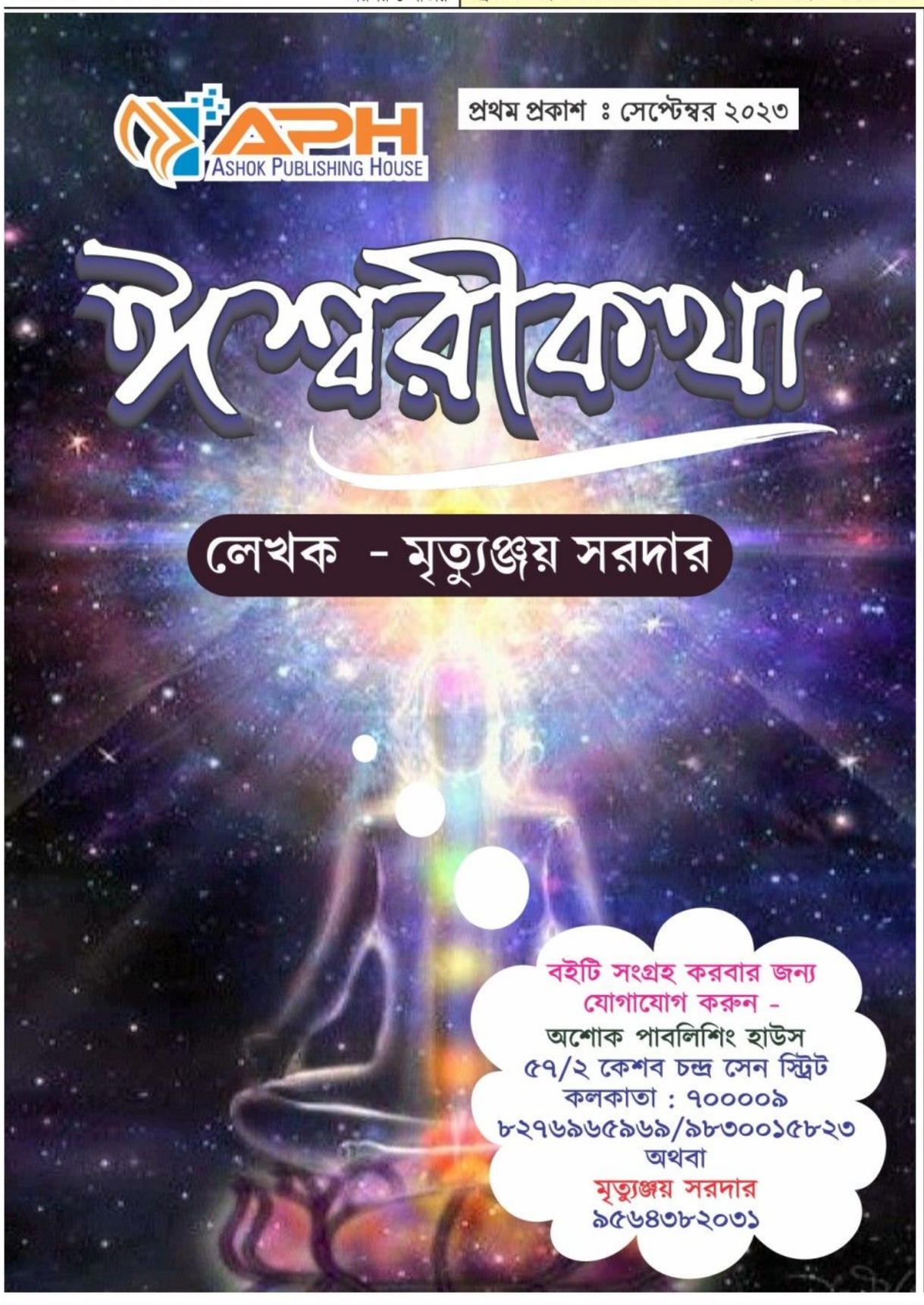

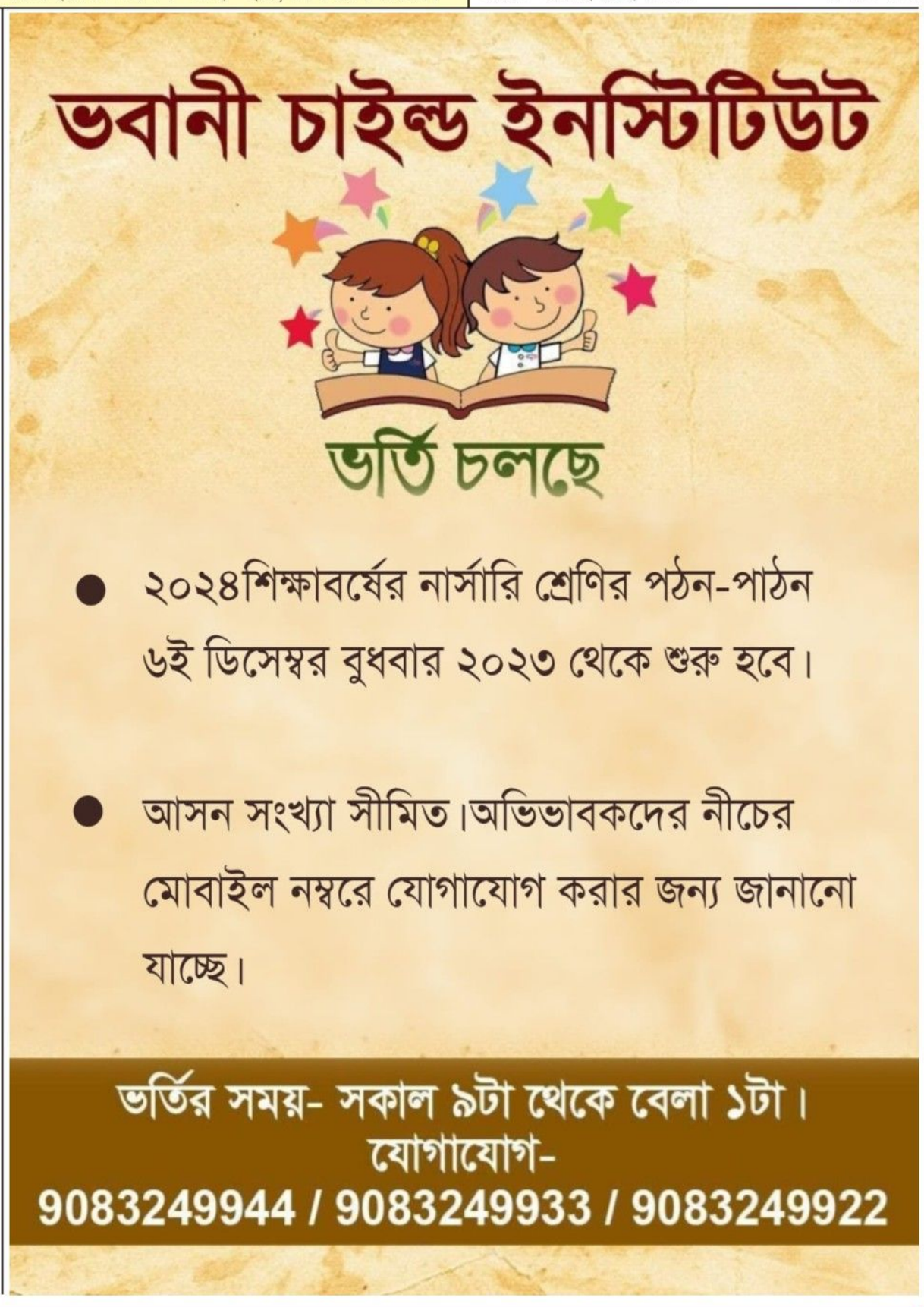

বাড়ি ফেরার সময়

বাঘের মুখোমুখি যুবক, প্রাণ বাঁচাতে সারারাত কাটালেন গাছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিড়িয়াখানায় নয়, একেবারে খোলা জায়গায় যুবকের সামনাসামনি চলে এল বাঘ। সে যেন সাক্ষাত যমদূত। সামনে বাঘ দেখে রীতিমতো হাড়হিম হয়ে গিয়েছিল যুবকের। বাঘটি তাকে হামলাও চালিয়েছিল। কোনওভাবে সেই হামলা থেকে রক্ষা পেয়ে পাশে থাকা গাছের উপর চড়ে জীবন বাঁচাল যুবক। শুধু তাই নয়, যুবক গাছে ওঠার পরেও বেশকিছুক্ষণ নিচে অপেক্ষা করছিল দক্ষিণ রায়।প্রসঙ্গত, ওই এলাকাটি বাঘের বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত। ফলে সেখানে প্রায়ই বাঘ দেখা যায়। সেই কারণে বন বিভাগের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়। বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের ধামোখার বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত ওই গ্রামটি। সেই কারণে সেখানে বাঘের দেখা পাওয়া যায়।শেষে বাঘের হাত থেকে বাঁচতে সারারাত গাছের ওপরেই কাটালেন যুবক। এমনই ঘটনা ঘটল মধ্যপ্রদেশের উমারিয়া জেলার বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের ধামোখার বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত মুদগুরি ঘাঘাদার গ্রামে।জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম কমলেশ সিং। তিনি ধাভদা কলোনির বাসিন্দা। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখন বাঘটি তাঁকে আক্রমণ করে। আসলে বাঘটি সেই সময় শিকারের জন্য বুনো শুয়োর তাড়াচ্ছিল। তবে বুনো শুয়োর ধরতে পারেনি বাঘ। তখন বাঘের চোখ পড়ে ওই ব্যক্তির ওপর। বেশকিছু বাঘটি তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই অবস্থায় ভয়ে হাড়হিম হয়ে যায় যুবকের। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তখন বাঘটি যুবকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘের থাবায় যুবকের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয়। তবে কোনওভাবে বাঘের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হন ওই যুবক। এরপর তিনি প্রাণ বাঁচাতে পাশের একটি গাছে উঠে পড়েন। তারপরেও গাছের নিচে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে বাঘটি। ক্রমেই রাতের অন্ধকার নেমে আসে। ফলে সেই অবস্থায় আর গাছ থেকে নেমে ফেরার সাহস পাননি।যুবক। ফলে তাকে পুরো রাত কাটাতে হয় গাছে।ওই যুবক জানান, সারা রাত তিনি সাহায্যের জন্য চিতকার করতে থাকেন। কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। তবে সকালে গ্রামবাসীরা তাকে খুঁজতে গেলে গাছের উপরে দেখতে পান। তারা তাকে চিকিতসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান।সেখানেই তার চিকিতসা চলছে।কীভাবে বাঘের হামলা থেকে তিনি বেঁচে ফিরেছেন সেই অভিজ্ঞতা কথা বর্ণনা করেন ওই যুবক। তিনি জানান, বাঘের হামলায় তার পা গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই এলাকাটি বাঘের বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত। ফলে সেখানে প্রায়ই বাঘ দেখা যায়। সেই কারণে বন বিভাগের তরফে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়। বন বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, বান্ধবগড় টাইগার রিজার্ভের ধামোখার বাফার জোনের মধ্যে অবস্থিত ওই গ্রামটি। সেই কারণে সেখানে বাঘের দেখা পাওয়া যায়।

ভোটার তালিকায় বাংলাদেশিদের নাম

বিতর্কে নেত্রীকে সতর্ক করল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশিদের ভোটার কার্ডের আশ্বাস দিয়ে বিতর্কে জড়ানো বারাসতের নেত্রী রত্না বিশ্বাসকে সতর্ক করে দিল তৃণমূল । বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস। বেফাঁস মন্তব্যের জন্য মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনের শুরুতে সতর্ক করা হলো তাঁকে।এই মন্তব্য নিমেষে ভাইরাল হয়ে যায়। বিশেষত বিজেপি শাসকদলের নেত্রীর এই মন্তব্যের ব্যাপক সমালোচনা করে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে সরব হয়। এর পর ই দলীয় সূত্রের খবর, রত্না বিশ্বাসকে সতর্ক করে তৃণমূল ভবন।
কোনও সংবাদ মাধ্যমের সামনে তাঁকে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, মুখপাত্ররা ছাড়া কেউ মুখ খুলতে পারবেন না। যদিও এর আগে বারাসত সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে তাঁকে একইভাবে সতর্ক করেছিলেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেই সভায় তাঁকে মঞ্চে নয়, দর্শকাসনে বসতে দেখা গিয়েছিল। কয়েকদিন আগে প্রকাশ্য সভায় তাঁর মন্তব্য ছিল, বাংলাদেশি কেউ থাকলে তাদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য স্থানীয় নেতা 'জাকিরদা'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে শোরগোল শুরু হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই দল তাঁকে সতর্ক করে সাফ জানাল, মুখপাত্র ছাড়া কেউ কোনও বিষয়ে মুখ খুলবে না।
গত শুক্রবার হাবড়ার পৃথিবা ১ নং ব্লকে দলীয় কর্মসূচিতে বারাসত সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারপার্সন রত্না বিশ্বাস বলেছিলেন, 'তিন মাস পরেই লোকসভা নির্বাচন। ভোটার লিস্টের কাজ চলছে। জাকিরদার নির্বাচনী এলাকায় অনেক বাংলাদেশি লোক বসবাস করেন। জাকিরদা লিংকটা ভালো করতে পারেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন যদি তাঁদের ভোটার লিস্টে নাম তুলতে লিংকের কোনও সমস্যা হয় তাহলে জাকিরদার এই অফিসে এসে যোগাযোগ করবেন। এই কাজটা অতি দ্রুত করবেন। আমরা চাই না একটি ভোটও বাইরে পড়ুক।'

উত্তর কাশীর সুড়ঙ্গে আটকে বাংলার তিন শ্রমিক!

উদ্ধারে এবার টিম পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর কাশীতে ধসের জেরে আটকে থাকা ৪১ জন শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছেন বাংলারও বেশ কয়েকজন। জানা যাচ্ছে, বাঁলার তিন জন শ্রমিক সেই সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। এবার তাঁদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । তাঁদের ফেরাতে এবং উদ্ধারকাজে সাহায্য করতে এবার রাজ্য থেকে একটি বিশেষ দল পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।উল্লেখ্য, ১৭ দিন কেটে গিয়েছে সেই সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন ৪১ জন শ্রমিক। প্রসঙ্গত, সিল্কইয়ারা এবং দণ্ডলগাঁওয়ের মাঝে তৈরি হচ্ছিল উত্তর কাশীর ওই সুড়ঙ্গটি।সেখানেই আচমকা ধস নামে। টানেলটি সাড়ে চার কিলোমিটার লম্বা। তারই মধ্যে ১৫০ মিটার লম্বা এলাকা জুড়ে ধস নেমেছিল। ফলে আটকে পড়েন ওই শ্রমিকেরা। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান উত্তর কাশীর পুলিশ সুপার অর্পণ যদুবংশী। তাঁর তদারকিতেই শুরু হয় উদ্ধার অভিযান। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল শুরু করে উদ্ধারকাজ। কিন্তু গত ১৭ দিন কেটে গেলেও নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করেও তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না।এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'উত্তর কাশীর সুড়ঙ্গে আটকে পড়া বাংলার তিন শ্রমিককে ফিরিয়ে আনতে সেখানে যাচ্ছে দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনারের লিয়াজঁ অফিসার রাজদীপ দত্তের নেতৃত্বাধীন একটি টিম। দিল্লি থেকে গাড়িতে উত্তরকাশীর পথে রওনা দিয়েছে ওই বিশেষ দল। বাংলার তিন শ্রমিক মনির তালুকদার, সেবিক পাখেরা এবং জয়দেব প্রামাণিককে উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনবেন তাঁরা। গত ১৬ দিন ধরে চূড়ান্ত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে তাঁদের পরিবার। নানা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য বার বার থেমে গিয়েছে উদ্ধারের কাজ। বর্তমানে ম্যানুয়াল ড্রিলিংয়ের মাধ্যমেই শ্রমিক উদ্ধারের কাজ চলছে। সব ঠিক থাকলে মঙ্গলবারই সকলকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে খবর।'

হাজার হাজার দর্শনার্থীকে সাক্ষী রেখে

বেহারাদের কাঁধে করে শোভাযাত্রার পথে গৌরাঙ্গিনী

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়াঃ নিউজ সারাদিন : অপেক্ষায় আবার এক বছর পর, একদিন একদিন করে দিন গোনা শেষ হয় কবে আসবে আবার এই দিনটি। শোনা গেল বেশ কিছু দর্শনার্থীদের মুখে। কারণ এই জোড়া বাগ গৌরাঙ্গিনীকে শোভাযাত্রার পথে দেখার জন্য জমায়েত হন বহুদূর থেকে আগত দর্শনার্থীরা। নবদ্বীপ যোগনাথ তলায় পূজিত হন এই গৌরাঙ্গিনী। পুজোর পরের দিন বেহারাদের কাঁধে করে বিসর্জনের পথে বের হয়। এই বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখার জন্য মানুষ রাস্তার দু' ধরে বাড়ির ছাদে বারান্দায় অপেক্ষা করে কখন আসবে গৌরাঙ্গিনী। ঠাকুরের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় বের হয়। এই ঠাকুরের শোভাযাত্রার পথ নবদ্বীপের পোড়ামা তলা, রাধা বাজার হয়ে দন্ডপানি তলা মোড় পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরে এসে প্রাচীন মায়াপুর উদয়ন সংঘের মাঠের পাশের লেকে বিসর্জন দেওয়া হয়। ঠিক দুপুর ১ টার সময় শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। প্রশাসনের তরফ থেকে এই ঠাকুরটি দুপুরের মধ্যে বের করার সময়সূচী নির্ধারণ করে দেওয়া হয় কারণ এই গৌরাঙ্গিনী বিসর্জন না হলে বিকেল বেলায় অন্যান্য সুদৃশ্য প্রতিমা আড়ং করতে বের হতে পারবেনা। গৌরাঙ্গিনী মাতার কমিটি, পুলিশ প্রশাসন, পৌরসভা, কেন্দ্রীয় রাস কমিটির সহযোগিতায় সু সম্পন্ন হল এই শোভাযাত্রা। পোড়ামা প্রাঙ্গনে পুজো হয় কাঁসারি কালী। সমস্ত কংস বণিক সম্প্রদায়ের মানুষরা পুজো করে থাকেন। তাদের কংস বণিক কালী ঢাক সহকারে শোভাযাত্রায় বের হয়েছিল দুপুরে।
বৃহৎ আকার ঠাকুরের জন্য শোভাযাত্রায় বিঘ্ন ঘটতো অন্যান্য ঠাকুর গুলোর। নবদ্বীপের শহরের সরু রাস্তার ফলে বড় ঠাকুর গুলো আড়ং করতে খুবই অসুবিধা সেই কারণে নবদ্বীপের আরো ঐতিহ্য মণ্ডিত ঠাকুর হরিসভা পাড়ার ভদ্র কালী, চারিচারা বাজারের ভদ্রকালী বের হয়েছিল দুপুর ১১ টার সময়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই দিনের বেলায় শোভাযাত্রা বের করে। দুই ঠাকুরের শোভাযাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ঢাক, ইংলিশ ব্যান্ড, তাঁশা, বহুরূপী মানুষের সং, গানের তালে তালে নিত্য যেন এক অতুলনীয় দৃশ্য।
দিনের আলো নিভতেই শোভাযাত্রায় বের হয়ে পড়ে অন্যান্য ঠাকুর গুলো। শহরের উত্তর প্রান্তের প্রাচীন মায়াপুর,পূর্ব প্রান্তের বড়াল ঘাট, রানীর ঘাট,পশ্চিম প্রান্তের মালঞ্চ পাড়া দক্ষিণপ্রান্তের মনিপুর অঞ্চলের ঠাকুর সার্কুলার রোডে বাজনা সহকারে আড়ং-এর জন্য প্রবেশ করে।
বৃহৎ আকারের বিভিন্ন দেব-দেবী বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে লোহার তৈরি বল বিয়ারিং গাড়িতে করে শোভা যাত্রায় বের হয়। প্রথমে এই শোভাযাত্রা গরুর গাড়ির চাকা করে ঘোরানোর উদ্বোধন করেছিলেন মহাপ্রভু পাড়ার শচীন্দ্র গোস্বামী।গত শতক ৪০এর দশকের ২৫হাত উচু মহাপ্রভু পাড়ার গঙ্গা এখন যাকে গোসাঁই গঙ্গা বলে। তিনি প্রথম এই সিস্টেম তৈরি করেছিলেন। সেই প্রথম আড়ং দর্শনার্থীরা দেখেছিল। তারপর এই রকম গাড়িতে চারি চারা পাড়ার গুরুপদ হংস স্টিয়ারিং লাগিয়ে তার প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটান। এখন বারোয়ারি গুলো আরো বিভিন্ন উপায়ে উন্নয়ন করে সু উচ্চ প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রায় বের হয়। ছোট বড় সমস্ত রকম মিলিয়ে রাস বারোয়ারির সংখ্যা প্রায় ৫০০। নবদ্বীপের এই রাস উৎসব বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে।

এবার আন্তঃরাজ্য গরু পাচারের

অভিযোগ উঠল এ রাজ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার আন্তঃরাজ্য গরু পাচারের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যে। অভিযোগ, রামনগর এলাকায় জলপথ ব্যবহার করে লুকিয়ে গরু আনা হয় ওড়িশা থেকে। গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে ফেলে। যদিও যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওড়িশার সেই বাসিন্দা নিজেকে গরুর ব্যবসায়ী বলেই দাবি করেছেন। তবে এলাকার লোকজন থানায় খবর দেয়।নারায়ণ মণ্ডল বলেন, "আমরা তো অত জানি না। খবর পাই এখানে বোটে করে গরু নামানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ভিতর থেকে একটা বড় মোবাইল ফোন আছে এমন ছেলেকে নিয়ে আসি। ওরা ৩০-৩৫টা গরু এনেছে। সোনাবোটটা পাশে রাখা ছিল। শ্মশানের ঘাটে কিছু

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

জ্যোতিপ্রিয়র পর্যবেক্ষণে গঠন করা হল মেডিক্যাল বোর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখন এসএসকেএম হাসপাতালের আইসিসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। এখন তাঁর অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল। এখন রক্তচাপ অনেকটা স্বাভাবিক আছে। চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন বন মন্ত্রীকে। সোমবার রাতে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিধানসভার স্পিকারকে অসম্মান করার অভিযোগ

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া বিধায়কদের নিয়ে ঘোরালো হয় পরিস্থিতি। বিজেপির টিকিটে জয়ী অথচ, তৃণমূলে যোগ দেওয়া বিধায়কদের স্পিকার বিজেপি বলেন। পরে স্পিকার সেই অংশ রেকর্ড থেকে বাদ দিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে 'সতর্ক' করেন। তার পরই বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি বিধায়কেরা। ক্ষোভ দেখিয়ে বিরোধী দলনেতা-সহ বিরোধী বিধায়করা অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন। মঙ্গলবার আর আলোচনায় অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা।

অন্য দিকে, সদনে অসংসদীয় আচরণের অভিযোগ করে বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করার জন্য প্রস্তাব পেশ করে বক্তৃতা করেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। শাসকদলের অন্য বিধায়করা তাতে সমর্থন জানান।এর আগে ২০২২ সালের ২৮ মার্চ শুভেন্দু-সহ পাঁচ বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড হন। ওই অধিবেশনের আগে দু'জন বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড হন। মোট সাত জন বিধায়ক সাসপেন্ড হন। পরে অবশ্য আদালতের হস্তক্ষেপে সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হয় তাঁদের।

শুভেন্দুকে সাসপেন্ডের প্রস্তাব উত্থাপনের সময় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, "সাংবিধানিক পদকে কিছু না বলাই উচিত। আমার কাস্টডিয়ানকে কেউ যেন অবমাননা না করেন।" উল্লেখ্য, এর আগেও বিধানসভায় বিজেপিত্যাগী বিধায়কদের নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তা নিয়ে উত্তপ্ত হয়েছে অধিবেশন কক্ষ। মঙ্গলবার শুভেন্দু অভিযোগ করে বলেন, ''আমরা বিজেপির সদস্যরা যেখানে স্পিকারের কাছ থেকে সংবিধানের প্রোটেকশন পাচ্ছি না, সেখানে সংবিধান দিবসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে লাভ নেই। আমরা ভিতরেও বলেছি, এই হাউস সংবিধানের পরিপন্থী হয়ে কাজ করছে।"

১-ম পাতার পর

অমিত শাহ কাল কলকাতায়, বিরোধীশূন্য বিধানসভায় কালো পোশাক পরবে তৃণমূল

বিষয়। তাতেই শান দিতে চাইছে জোড়াফুল। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলছে। তৃণমূল ঠিক করেছে, তাঁদের বিধায়করা সবাই বুধবার কালো পোশাক পরে বিধানসভায় আসবেন। এমনিতে বিধানসভায় তিন দিনের ধর্না চলছে।

তৃণমূলের এই কর্মসূচি নিয়ে আবার টিপ্পনি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'ধর্মতলার সভার জন্য বিজেপি বিধায়করা বুধবার কেউ বিধানসভায় থাকবেন না। বিরোধীশূন্য থাকবে বিধানসভা। এও এক প্রকার প্রতীকী যে তৃণমূল নিজেরাই নিজেদের কালো রঙ দেখাবে।'পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বুধবারের যে চিত্রনাট্য তৈরি হতে চলেছে তা আসলে বৃহত বৃহত ছবিটাই দেখাচ্ছে। লোকসভার ভোট আসছে। বাংলায় শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে কেন্দ্রের ভোটেও কাজে লাগাতে চাই গেরুয়া শিবির। উনিশের লোকসভা ভোটেও তাই করেছিল বিজেপি।

কোড রহস্য সমাধান, নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় সলফলতা ইডি-র!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিযোগের শাক দিয়ে আর দুর্নীতির মাছ ঢাকা গেলনা। পুর নিয়োগ মামলায় উদ্ধার হওয়া নথির পাতা থেকে ইডির নজরে এল একাধিক 'কোড' । কোথাও লেখা 'সিএইচ' কোথাও 'ডিআই'। আর এই কোড ডিকোড করতেই সামনে এল রাঘব বোয়ালদের নাম।আর এবার আরও এক মন্ত্রীর নাম সামনে এসেছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া সমস্ত নথিকে আতশকাচের তলায় এনে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। যদিও এই গোটা ঘটনাতে 'রাজনীতির গন্ধ' পেয়েছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তার চেতলার বাড়িতে তল্লাশি করা নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ওদিকে রথীনের গলাতেও শোনা যায় একই সুর। তার দাবি, তাকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্যেই ইডির এই অভিযান। উল্লেখ্য, ইডি এবং সিবিআই রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দুই মন্ত্রীর বাড়ি তল্লাশি করলেও ফিরহাদ বা রথীন কেউই এখনও তদন্তকারী সংস্থার দফতরে যাওয়ার ডাক পাননি। এখন এই কোড ডিকোডের পর ডাক পড়ে কি না তা তো সময়ই বলবে। সাংকেতিক শব্দের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক বর্তমান মন্ত্রীর পাশাপাশি এক প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম। উদ্ধার হওয়া নথি বলছে, এক মন্ত্রী নিজেই পুরসভায় নিয়োগের জন্য একাধিক প্রার্থীর হয়ে সুপারিশ করেছিলেন।

এর আগে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার কুন্তল ঘোষ এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে সামনে আসে প্রমোটার অয়ন শীলের নাম। এরপর অয়নের সল্টলেকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৮ পাতার একটি ওএমআর শিট উদ্ধার করে ইডি। নথির মধ্যে প্রার্থী তালিকায় থাকা নামের পাশে বেশ কিছু 'কোর্ড ওয়ার্ড' খুঁজে পান তদন্তকারী কর্মকর্তারা। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই নথিতে 'সিএইচ', 'ডিআই', 'এসবি', 'এমএম', 'এ' ইত্যাদি একাধিক 'কোড ওয়ার্ড' লেখা ছিল। সেখান থেকেই এক প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম খুঁজে পায় ইডি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্যের সেই প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়িতে ইতিমধ্যেই একবার তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। এছাড়াও ঐ ২৮ পাতার নথি থেকে মিলেছে বিভিন্ন পুরসভার নিয়োগের সংক্রান্ত প্যানেলের প্রার্থীর তথ্যাবলি। সেখানেই রয়েছে মেডিক্যাল অফিসার, মজদুর, ওয়ার্ড মাস্টার, ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার, হেল্পার, ড্রাইভার-সহ একাধিক পদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীদের সুপারিশের তালিকা। এই সুপারিশের পেছনে ঠিক কাদের হাত রয়েছে? সেই তদন্তে সামনে এসেছে বিভিন্ন নেতামন্ত্রীদের নাম। নাম রয়েছে অয়নেরও।

এর আগে ইডির জেরায় অয়ন জানিয়েছিল, পুর নিয়োগে দুর্নীতির সূচনা হয়েছিল ২০১৪-১৫ সাল থেকে। কর্মী নিয়োগের বরাত পেয়েছিল অয়নের সংস্থা 'এবিএস ইনফোজ[illegible]নে'। ইডি সূত্রে খবর, সেই সময় প্রায় ৬,০০০ কর্মীর নিয়োগ হয় অয়নের সংস্থার মাধ্যমে। যারমধ্যে প্রায় ৫০০০ নিয়োগে গরমিল রয়েছে বলে ধারণা ইডি তদন্তকারী কর্মকর্তাদের। এই দুর্নীতির আঁতুরঘর খুঁজতে গিয়ে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর বাড়িতে হানা দেয় ইডি ও সিবিআই। একদিকে ইডি হানা দেয় খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়ি। সিবিআই এর রেইড পড়ে পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে।

২ পাতার পর

এবার আন্তঃরাজ্য গরু পাচারের অভিযোগ উঠল এ রাজ্যে

বাঁধা আছে। একটা বড় পুকুর আছে, তার পাশেও কিছু আছে। ৫-৭ জন এসেছে গরু নামাতে। জিজ্ঞাসা করায় বলল ওড়িশা থেকে এসেছে। এরপরই থানায় জানাই সবটা। পুলিশ এসে বলছে পুজোর কিছু চাঁদা নিয়ে ছেড়ে দাও। আমরা বলি, এক টাকাও নেব না। কাগজ দেখাক, গরু নিয়ে যাক।"তাঁদের দাবি, কাগজপত্র না দেখাতে পারলে থানাতেই নিয়ে যেতে হবে ওই ব্যবসায়ী-সহ সাঙ্গপাঙ্গদের। গরুপাচার মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এ নিয়ে রাজ্য কার্যত তোলপাড়। বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল এই মামলাতেই তিহাড় জেলে বন্দি। এবার সেই গরু পাচারেরই অভিযোগ উপকূলের জেলায়। অভিযোগ, ওড়িশা থেকে একটি ট্রলারে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টি গরু বিক্রি করার উদ্দেশে সমুদ্রপথে এ রাজ্যে আনা হয়। রামনগরের মন্দারমণি থানা এলাকার দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরে মেরিন ড্রাইভ লাগোয়া এলাকায় এই গরু আনা হয়। গরু নামানোর সময় গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই গ্রামবাসীরা একজনকে আটক করে এবং পুলিশে খবর দেয়। এমনও অভিযোগ, পুলিশ বলেছিল কিছু টাকার বিনিময়ে গরু ছেড়ে দিতে। তবে গ্রামবাসীরা তাতে রাজি হননি বলে দাবি করেন এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ মণ্ডল।

দেবেন্দ্র বহেড়া নামে ওই ব্যবসায়ী বলেন, “আমি ওড়িশার ধামরার বাসিন্দা। ২০টা গরু দিয়েছি। আমাদের ফার্ম আছে। বাছুর কিনি। বড় হলে তারপর ব্যাপারিকে দিই। ওনারা কাগজের কথা বললেন। কিন্তু আমি তো মালিক, আমারই গরু তার আবার কাগজের কী আছে? দরকার হলে করে দেব কাগজ।” কিন্তু সড়কপথে না এসে হঠাৎ এভাবে জলপথে আসার কারণ? সড়কপথে ঝুটঝামেলার যুক্তি দেখান তিনি।

এ বিষয়ে মন্দারমণি উপকূল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবব্রত বেরা বলেন, “বেশ কিছু গরু উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে থানার ফোর্স যায় এলাকায়। তবে সমগ্র ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

২ পাতার পর

জ্যোতিপ্রিয়র পর্যবেক্ষণে গঠন করা হল মেডিক্যাল বোর্ড

হঠাত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডি হেফাজতে ১৪ দিন থাকার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জেল হেফাজত হয়। তখন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। গ্রেফতার হওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। আদালতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় বনমন্ত্রীকে ভর্তি করা হয়েছিল বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ইডি হেফাজতে যাওয়ার পরও তাঁর বেশকিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। সোমবার রক্তচাপ কমে যাওয়ায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে আইসিসিইউ-তে ভর্তি করা হয়।তাই রাতেই তাঁকে কার্ডিওলজি বিভাগের আইসিসিইউ-তে পাঠানো হয়। এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে খবর, মন্ত্রীর অবস্থা কিছুটা জটিল হলেও এখন বিপন্মুক্ত। মঙ্গলবার সকালে তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

এদিকে এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যান মন্ত্রী। তখনই ৫ নম্বর কেবিন থেকে মন্ত্রীকে আইসিসিইউ'র ১২ নম্বর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অসুস্থতাকে চিকিৎসকদের পরিভাষায় বলে নিউরো কার্ডিওজেনিক সিনকোপ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আইসিসিইউ-তে রাখা হয়েছে। মন্ত্রীর চিকিতসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। মেডিসিন, স্নায়ু, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, কিডনি এবং ইউরোলজি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অবস্থা আরও স্থিতিশীল হলে তাঁকে বের করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি জেল হেফাজতে থাকা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কয়েকদিন ধরেই এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সূত্রের খবর, নানা রোগে ভুগছিলেন মন্ত্রী। তাই তাঁর চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয় মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিক্যাল বোর্ড। স্নায়ু রোগের চিকিতসকরা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে পরীক্ষা করেন। রাজ্যের বনমন্ত্রীর কিডনি ও ডায়াবেটিসের সমস্যা রয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হলে প্রথম দিনের শুনানিতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তারপর তাঁকে ইডি হেফাজতে রাখা হয়। ইডি হেফাজত থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাবি করেন তাঁর অসুস্থতা নিয়ে। তাঁর শরীরের একটা অংশ অসার হয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২৩ সংখ্যা ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ বুধবার ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কালীঘাটের কাকুর নাম করে টাকা তুলত কুন্তলই', ফের মুখ খুললেন তাপস মণ্ডল

কুন্তলই তদন্তকে বিপথে চালিত করছে। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পুলিশের গাড়ি থেকে এমনই মন্তব্য ছুড়ে গিয়েছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল।প্রসঙ্গত, এর আগেও তিনি কুন্তলের দিকে আল তুলেছিলেন। তাপস মণ্ডল বলেন, 'প্রভাবশালীদের একজনই আমায় ফাঁসিয়েছে। টাকা আমি নিইনি। কুন্তল নিয়েছিল। ৫০ লক্ষ নয়। ১৯ কোটি টাকা নিয়েছিল। ওর থেকে টাকা ফেরতের দাবি জানিয়েছিলাম। অভিযোগ করেছিলাম। তাই আজ অভিযুক্ত। কেন গ্রেফতার জানা নেই।'মঙ্গলবার আদালতে তাপস মণ্ডলের শুনানি ছিল। তাঁকে জেল থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ গাড়ি থেকে মুখ বার করেন তাপস।তাঁকে দেখে ছুটে আসেন আসেন সাংবাদিকরা। সেই সময় এক সংসাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তাপস মণ্ডল বলেন, 'কুন্তল কেন গোপাল দলপতির নাম নিয়েছে জানি না। ও তো আমার থেকে টাকা নিয়ে কুন্তলকে দিয়েছে।'

সাংবাদিকরা তাঁর কাছ থেকে কালিঘাটের কাকুর প্রসঙ্গে জানতে চান। সেই প্রসঙ্গে তার মন্তব্য,'কুন্তল কালীঘাটের কাকুর নাম করেই আমার কাছ থেকে টাকা তুলেছে। ও বলত সব টাকা কাকুকে দিতে হবে।' এর পর তিনি বলতে থাকেন, 'কুন্তলের কাছেই আমি ফেঁসেছি। তাই ওর নাম বললাম।' তাঁকে নিয়োগ দুর্নীতিতে মন্ত্রী-বিধায়কদের যোগ নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। তিনি অবশ্য এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। খালি বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি কী বলব।'

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(২য় পর্ব)

প্রশাসনের একাংশ চাইছে মৃত্যুঞ্জয় খুন হয়ে যাক। কেনই বা তাকে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে না এ প্রশ্ন উঠেছে।এদিকে অন্যায়কে বরদাস্ত করে না বলে, খুন হয়ে যেতে পারে দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তাতে লোকাল রাজনৈতিক নেতারা একভাবে সুবিধা পাবে, সেই চেষ্টায় যেন অব্যাহত। কিসের কারণে দিনের পর দিন বিভিন্ন অত্যাচার এই পরিবারটার উপরে শারীরিক মানসিক অমানবিক ভাবে হয়। ক্যানিং লোকাল ট্রেনে উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে ফোনটি তুলে নিল সম্পাদকের পরিবারের লোকজনের কাছ দিয়ে, ফোন তুলে নেওয়ার এক মিনিটের মধ্যে লোকাল প্রশাসনকে তথা রাজ্যজুড়ে এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে। অথচ লোকাল প্রশাসন পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তেমনি ভাবে গুরুত্ব দেয় না বলে জানা যায়, তবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা যদি না দেয়,তাহলে আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বহু সাংবাদিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামবে । পুলিশ প্রশাসনের আগে থেকেই কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার খবর থাকার সত্বেও কেনই বা পদক্ষেপ নিচ্ছে না ।

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

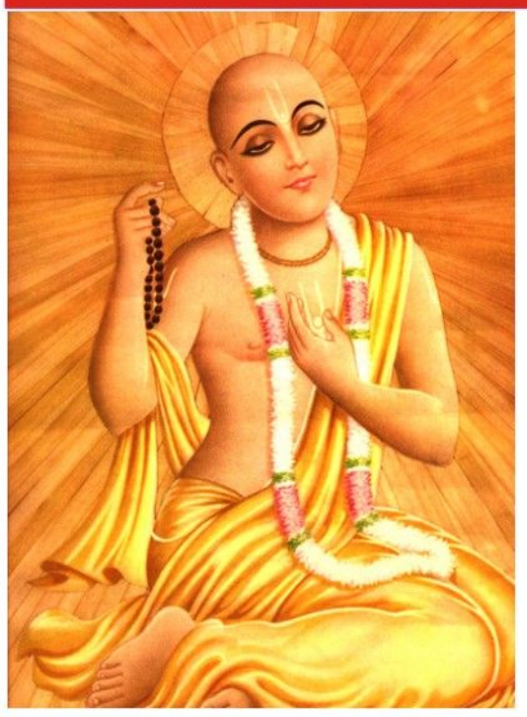

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিত সম্প্রদায়ের জীবিকায় এবং সামাজিক মান মর্যাদায় ঘা পড়েছিল, দলিত সাপের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছিল তারা এবং (৪) বিদ্যাধরের সঙ্গে অভিসন্ধি পরায়ণ রাজনীতিক ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এইসব বিক্ষুব্ধ ধর্মান্ধদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, এটাই স্বাভাবিক, এই অশুভ আঁতাতের মধ্যেই সম্ভবত নিহিত আছে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের মূল কারণ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

দেব তখন ভগবান শিবের স্মরণাপন্ন হলেন এবং প্রার্থনা করলেন । সূর্য দেবের প্রার্থনা শুনে শনি দেব কে মারার জন্য নন্দী ও বীরভদ্র কে পাঠালেন । এরা সবাই শনি দেবের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন । তখন শিব ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই শনির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তৃতীয় নয়ন খুললেন । শনি তার মারক দৃষ্টি দিয়ে শিব কে দেখলেন । উভয়ের দিব্য দৃষ্ট জ্যোতিঃ সারা মহাকাশ আচ্ছাদিত হল । এবার শিব তাঁর ত্রিশূলের প্রহারে শনি অবচেতন করলেন । নিজ পুত্র কে মৃত ভেবে শোক গ্রস্ত হলেন এবং শনির জীবন দানের জন্য প্রার্থনা অনুনয় বিনিময় করতে লাগলেন । সূর্যের প্রার্থনা শুনে শিব শনির মুরচ্ছা ভঙ্গ করলেন । শনিদেবে অভিমান ভঙ্গ হল এবং ভগবানের পাদপদ্মে নিজেকে সমরপন করে ক্ষমা চাইলেন ।আসলে অসহায় শনি ভাই-বোনের থেকে দূরে সরে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ সব কিছুর দায় সন্ধ্যার ওপর চাপিয়ে তাঁকে একদিন লাথি মারেন তিনি। সেই রাগে শনিকে খোঁড়া হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন সন্ধ্যা। এই ঘটনার কথা জেনে হতবাক হয়ে যান সূর্য। মা-কে লাথি মারার জন্য শনির ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হলেও বেশি অবাক হন সন্ধ্যার ভূমিকায়। একজন মা কী করে তাঁর সন্তানকে এমন অভিশাপ দিতে পারেন, তা ভেবে পান না সূর্য্য। সন্ধ্যার কাছে সব জানতে চান তিনি। সূর্যের জেরায় ভেঙে পড়ে তাঁকে সব জানান সন্ধ্যা।শনির ওপর এতদিন এত অন্যায় হয়েছে বুঝতে পেরে নিজের ভুল স্বীকার করেন সূর্য্য। শনিকে সৌরমণ্ডলে স্থান দেন তিনি। কর্মফলের দেবতা হিসেবে শনিকে উন্নীত করা হয়। কেউ কোনও অপকর্ম করলে শনির নজর এড়ায় না। শনির হাতে তার শাস্তি নিশ্চিত। তবে কোন মানুষের উপরে যদি শনিদেব রুষ্ট হয়ে থাকে, তখনই মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয় সেইসময়, যখন শনিদেব শকুনের উপর বসে অশুভ প্রভাব ফেলেন। কোনও নারী-পুরুষের অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যুযোগ থাকলে ভগবান সূর্যপুত্র হরিণে চড়ে আসেন। দেহ থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয় সীমাহীন কষ্টভোগের মাধ্যমে।

ছায়ানন্দনের কুকুরের পিঠে চড়ে বাড়িতে আগমন ঘটলে সেই সময় গৃহে নানান রকমের অশান্তি ও ভয়ভীতির সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে হয় চুরি।

পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোনা রুপো লোহা ও তামা, এই চারটি ধাতুকে শনিদেব চরণ হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, যখন কোনও নারী বা পুরুষের ধনসম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত কিছু নাশ করেন তখন ছায়ার সুপুত্র শনিদেব আসেন লোহার চরণে অর্থাৎ ওই চরণে অশুভ প্রভাব ফেলেন তিনি। কারও উপর শুভ প্রভাব বিস্তারের সময় তিনি আসেন তামা ও রুপোর চরণে। এই সময় মানুষের জাগতিক সমস্ত শুভ কর্মে সুখ ও সাফল্য আসে। যখন সূর্যতনয় শনিদেব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারও উপর অপার করুণা করেন তখন তিনি আসেন সোনার চরণে। এই সময় মানুষের ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ, সম্মান যশ অর্থ খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ হয়ে থাকে। সুখ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় যেন দিনে দিনে। তবে,শনিদেব মৃত্যু ও ন্যায় বিচারের দেবতা যমদেব বা ধর্মরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে শনিদেবের ছোটবড় মন্দির দেখা যায়, এবং সেখানে সপ্তাহান্তে শনিবার বড় ঠাকুরের সাপ্তাহিক পুজার্চনা হয়ে থাকে। এছাড়াও সারা ভারতে বেশকিছু বড় বড় শনি মন্দির ও তীর্থস্থান উল্লেখযোগ্য, যেমন তিরুনাল্লার শ্রী শনিশ্চর কোইল , দেওনার-এর শনি দেবালয়ম, মহারাষ্ট্রের শনি-সিঙ্গাপুর মন্দির, তিতওয়ালার শনি মন্দির, মাদুরাই এর নিকটে কুচানুর-এর শনি মন্দির। শনিদেব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা যতই ভয়ভীতিমিশ্রিত হোক না কেন, মৎস্য পুরাণ কিন্তু শনিদেবকে লোকহিতকর গ্রহের তালিকাতেই ফেলেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় শনিদেবের পূজার্চনা করার বিধান আছে। সাধারনত শনিদেবের মন্দিরে অথবা গৃহের বাইরে খোলা জায়গায় শনিদেবের পূজা হয়। নীল বা কৃষ্ণগ বর্ণের ঘট, পুষ্প, বস্ত্র, লৌহ, মাষ কলাই , কালো তিল, দুগ্ধ, গঙ্গাজল, সরষের তেল প্রভৃতি বস্তু শনিদেবের ব্রতের জন্য আবশ্যিক। নির্জলা উপবাস বা একাহারে থেকে এই ব্রত পালন করতে হয়।ভগবান শনিদেবের নাম দশটি - শনি, ছায়ানন্দন, পিঙ্গল, বভ্রু, রৌদ্র, সৌরী, মন্দ, কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণের কারণে হয়তো) দুঃখভঞ্জন, কৌনস্থ্য। শনিদেবের গুরু কৈলাসপতি শিবশঙ্কর আর বৃন্দাবনবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শনিদেবের একমাত্র আরাধ্য দেব মহাযোগী হনুমানজি। অন্যদিকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশের জন্মকাহিনির সঙ্গে শনির যোগের কথা অনেকেই জানেন। তবু সেটার উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উক্ত পুরাণ মতে, শনি আদৌ কুদৃষ্টি নিয়ে জন্মাননি; বরং স্ত্রীর অভিশাপই তাঁর কুদৃষ্টির কারণ। একদিন শনি ধ্যান করছিলেন, এমন সময় তাঁর স্ত্রী সুন্দর বেশভূষা করে এসে তাঁর কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করলেন। ধ্যানমগ্ন শনি কিন্তু স্ত্রীর দিকে ফিরেও চাইলেন না।

অতৃপ্তকাম শনিপত্নী তখন শনিকে অভিশাপ দিলেন, "আমার দিকে ফিরেও চাইলে না তুমি! যাও, অভিশাপ দিলুম, এরপর থেকে যার দিকেই চাইবে, সে-ই ভস্ম হয়ে যাবে।" এরপর ঘটনাচক্রে গণেশের জন্ম হল। সকল দেবদেবীর সঙ্গে শনিও গেলেন গণেশকে দেখতে। কিন্তু স্ত্রীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে তিনি গণেশের মুখের দিকে তাকালেন না। পার্বতী শনির এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে শনি অভিশাপের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। কিন্তু পার্বতী সেকথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি শনিকে পীড়াপীড়ি করতে শুরু করলেন। বারংবার অনুরোধের পর শনি শুধু আড়চোখে একবার গণেশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাতেই গণেশের মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মুক্তির আগেই ১০০ কোটি টাকা আয় 'ডাঙ্কি'র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরে ভারতের বক্স অফিসে 'পাঠান' ও 'জওয়ান' ঝড় শেষ হতে না হতেই এবার আলোচনায় শাহরুখ খানের আরও এক ছবি ডাঙ্কি। রাজ কুমার হিরানি পরিচালিত এ সিনেমা আগামী ২২ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে। কিন্তু মুক্তির আগেই মোটা অঙ্কের অর্থ আয় করেছে সিনেমাটি।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, শাহরুখ খান ও পরিচালক হিরানি দুজনেই 'ডাঙ্কি' সিনেমার লাভের অংশীদার। 'জওয়ান' সিনেমার পথে হেঁটেই নন থিয়েট্রিকাল (ওটিটি কিংবা টেলিভিশন চ্যানেল) স্বত্ত্ব মুক্তির আগেই ১০০ কোটি টাকাতে বিক্রি করেছে। সিনেমাটির টিজার ও গান মুক্তি পেয়েছে। আর তা দেখেই বক্স অফিস বিশ্লেষকরা দাবি করেছেন- সিনেমাটি হাজার কোটি রুপির বেশি আয় করবে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, 'ডাঙ্কি' সিনেমার বাজেটও কম। গত কয়েক বছরে শাহরুখের সিনেমার বাজেটের হিসাব দেখলেই তা স্পষ্ট। তার অভিনীত 'জব হ্যারি মেট সেজল' সিনেমার বাজেট ছিল ৯০ কোটি টাকা। 'রইস' সিনেমার বাজেট ছিল ৯০-৯৫ কোটি টাকা। 'জিরো' সিনেমার বাজেট ছিল প্রায় ২০০ কোটি টাকা। 'পাঠান' নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২৪০ কোটি রুপি এবং 'জওয়ান' সিনেমার বাজেট ছিল ৩০০ কোটি টাকা। আর 'ডাঙ্কি' সিনেমার বাজেট ৮৫ কোটি টাকা। তবে এই বাজেটের মধ্যে তারকাদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত নেই। শাহরুখ খানের সঙ্গে প্রথমবার 'ডাঙ্কি' সিনেমায় কাজ করলেন রাজকুমার হিরানি। সিনেমাটিতে শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু। এছাড়াও অভিনয় করেছেন- দিয়া মির্জা, বোমান ইরানি প্রমুখ।

২৫ বছর পর ফের করণ জোহরের ছবিতে সালমান খান

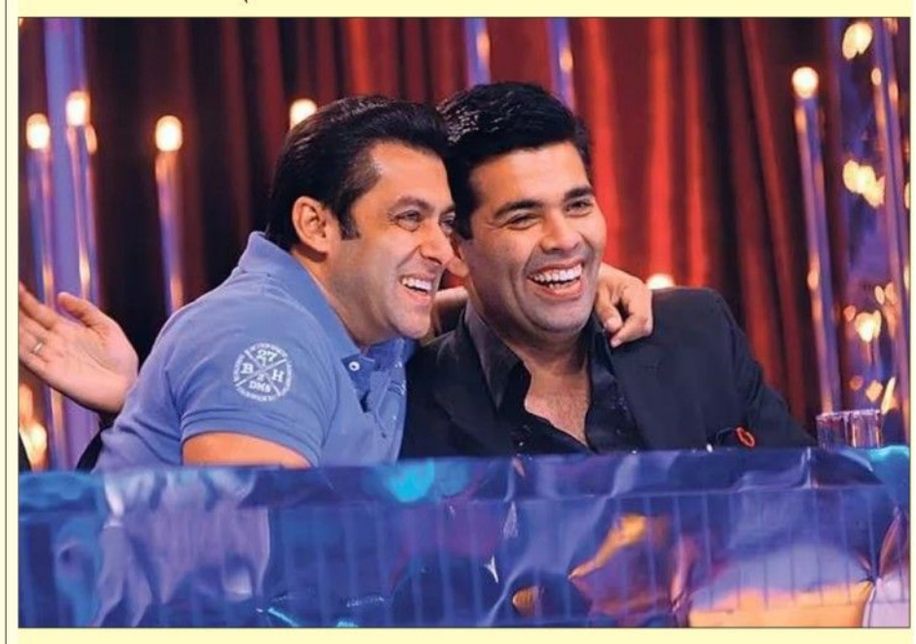

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে করণ জোহরের আইকনিক ছবি 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবিতে ২৫ বছর আগে অভিনয় করেন সালমান খান। এরপর আর করণ জোহরের ছবিতে সালমান খানকে পাওয়া যায়নি। যদিও সিনেমাপ্রেমীদের অনেক দিনের চাওয়া করণের নির্মাণে সালমান কাজ করুক। সেই অপেক্ষার পালা অবশেষে শেষ হতে চলেছে। যদিও ছবিটি নিজে পরিচালনা করছেন না করণ, তার ধর্মা প্রডাকশন ছবিটি প্রযোজনা করবে। জুম টিভির সঙ্গে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে সালমান খান তার আসন্ন সিনেমার বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন যে তিনি পরবর্তী সময়ে 'দ্য বুল' নামে একটি চলচ্চিত্র করছেন। ধর্মা প্রডাকশনের ব্যানারে এটি প্রযোজনা করবেন করণ জোহর। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা-কিয়ারা আদভানি অভিনীত জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র 'শেরশাহ'-এর পরিচালক বিষ্ণু বর্ধন সালমানের সিনেমাটি পরিচালনা করবেন। শোনা যাচ্ছে, এই অ্যাকশন থ্রিলারে আধাসামরিক বাহিনীর অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে সালমানকে। এটি সম্পর্কে আর কিছু জানাননি অভিনেতা।

সাক্ষাৎকারে সালমান বলেছেন, "আমি 'দ্য বুল' নামে একটি চলচ্চিত্র করছি। তারপর দাবাং আসবে, কিক আসবে, সুরাজ বরজাতিয়ার সঙ্গেও ফিল্ম আসবে। ৩-৪টি সিনেমা আসছে সামনে।" বর্তমানে নিজের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'টাইগার ৩'-এর সাফল্য উদযাপন করছেন সালমান খান। ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী ৪০০ কোটির আয় ছাড়িয়েছে এটি। মণীশ শর্মা পরিচালিত সিনেমাটিতে সালমান খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও ইমরান হাশমি। সিনেমাটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে 'পাঠান' শাহরুখের উপস্থিতি।

যে কারণে রেগে গিয়ে বিয়ে বাতিল করতে চেয়েছিলেন ক্যাটরিনা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের রাজস্থানের সাওয়াই মাধোপুরের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় সাত পাক ঘোরেন বলিউড অভিনেতা ভিকি কৌশল ও অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। এর আগে অবশ্য তারা তাদের সম্পর্ক নিয়ে একটা লম্বা সময় ধরে জল্পনা জিইয়ে রাখেন। কোনও দিনই প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে কোনও রকম কথা বলেননি দু'জনে। একসঙ্গে প্রকাশ্যে তাঁদর খুব একটা দেখাও যেত না। শেষমেশ রাজস্থানে রাজকীয়ভাবে বিয়ে সারেন তারা। কিন্তু জানেন কি, বিয়ের দু'দিন আগে নাকি মত বদলে ফেলেন ক্যাটরিনা। বিয়ে করার দরকার নেই জানিয়ে দেন ভিকিকে।

ক্যাট ও ভিকির বয়সের ফারাক বছর পাঁচেকের। বলিউডে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে ভিকির থেকে অনেকটাই বেশি অভিজ্ঞ ক্যাটরিনা। শুধু তাই-ই নয়, বলিউডের সুপারস্টারদের তালিকাতেও প্রথমের দিকে নাম থাকে নায়িকার। সারা বছরই কর্মব্যস্ত তিনি। সিনেমা ছাড়াও রয়েছে বিজ্ঞাপনের কাজ। বিয়ের পর সেভাবে কোনও বিরতি না নিয়েই শুরু করে দেন 'টাইগার ৩'-এর শুটিং। কিন্তু বিয়ের দিন দুয়েক আগে যখন ভিকিকে 'জারা হাটকে জারা বাঁচকে' ছবির নির্মাতারা শুটিংয়ে আসার জন্য জোরাজুরি শুরু করেন, ক্যাটরিনা বেঁকে বসেন। তিনি ভিকিকে বলেন, "বিয়ের দু'দিন আগে যদি শুটিংয়ে যাও, তাহলে এখন বিয়েটা করার দরকার নেই।"

ক্যাটরিনার এমন অভিমান দেখে আর কোনও কথা বাড়াননি ভিকি। একেবারে বিয়ের পরেই সারা আলি খানের সঙ্গে এই ছবির বাকি শুটিং শেষ করেন।

১ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে ভিকির নতুন ছবি 'স্যাম বাহাদুর'। এই ছবিতে প্রয়াত সেনাপ্রধান, ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেকশ-এর চরিত্রে অভিনয় করছেন ভিকি কৌশল। চার দশক ধরে বিভিন্ন যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্যাম। ভারতের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র সেনাপ্রধান যাকে ফিল্ড মার্শালের পদে সম্মানিত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে তার নেতৃত্বে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সাফল্য আসে। ২০০৮ সালে মৃত্যু হয় স্যামের।

১০০ কোটির আর্থিক কেলেঙ্কারি এবার অভিনেতা প্রকাশ রাজকে তলব করেছে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্থিক কেলেঙ্কারিতে এবার ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজকে তলব করেছে তদন্ত সংস্থা এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জানা গেছে, ১০০ কোটি রুপির একটি পঞ্জি স্কিমের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডির মুখোমুখি হতে হবে। তামিলনাড়ুর একটি স্বর্ণবিপণি সংস্থার বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ কোটি রুপির পঞ্জি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

প্রকাশ রাজ সেই স্বর্ণবিপণির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই পঞ্জি কেলেঙ্কারি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চেন্নাইয়ে ইডির আঞ্চলিক দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে অভিনেতাকে!

তামিলনাড়ুর ত্রিচিতে অবস্থিত স্বর্ণবিপণিটি! নাম প্রণব জুয়েলার্স। এ সংস্থার একাধিক শাখা রয়েছে তামিলনাড়ুতে। ইডি সূত্রে খবর, ওই স্বর্ণ প্রতিষ্ঠানটি সোনা কিনে বিনিয়োগ এবং তার বিনিময়ে মোটা অর্থ ফেরানোর প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১০০ কোটি রুপি তুলেছে।

আর এ মামলাতেই তলব করা হয়েছে প্রকাশ রাজকে। এ সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর থাকার জন্যই অভিনেতাকে তলব করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এ কাণ্ডে অভিনেতাও যুক্ত থাকতে পারেন। তবে সবটাই তদন্তের পর জানা যাবে!

এর আগে গত ২০ নভেম্বর সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডির কর্মতর্তারা। এখন পর্যন্ত তল্লাশিতে কিছু নথি, প্রায় ২৪ লাখ রুপি এবং প্রায় ১২ কেজি সোনার গয়না উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। সাধারণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করালেও নির্দিষ্ট সময়ে সুদসহ অর্থ স্বর্ণবিপণীটি ফেরাতে পারেনি বলে অভিযোগ। এরপর এফআইআর করা হয়! পুরো মামলা তদন্ত শুরু করে ইডি! সেই সূত্র ধরেই এবার ইডির অফিসে তলব প্রকাশ রাজকে!

অবসর নেওয়ার

সময় জানালেন ডি মারিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অবসরের গুঞ্জন ছড়ানোর পর এবার সেটি নিশ্চিত করলেন আনহেল দি মারিয়া নিজেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আর্জেন্টাইন এই তারকা জানান, কোপা আমেরিকার পর নিজের বুটজোড়া তুলে রাখবেন।

দি মারিয়া বলেন, কোপা আমেরিকা হবে আর্জেন্টিনার জার্সিতে আমার শেষ টুর্নামেন্ট। হৃদয়ের গভীরের কষ্ট ও বিষাদ কণ্ঠে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটাকে বিদায় জানাব। যেটি আমি পরেছিলাম, যেটির জন্য ঘাম ঝরিয়েছিলাম এবং গর্বের সঙ্গে আমি যেটি অনুভব করি।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে কাতার বিশ্বকাপ জেতার পেছনে দি মারিয়া রাখেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আসরের ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে একটি গোলও করেছিলেন সাবেক এই পিএসজি ও জুভেন্টাস তারকা। পুরো ১২০ মিনিট মাঠে থেকে আক্রমণভাবে রেখেছিলেন দুর্দান্ত অবদান।

আর্জেন্টিনার সর্বশেষ তিন আন্তর্জাতিক শিরোপা নিশ্চিতের ম্যাচেই গোল করেন দি মারিয়া। বিশ্বকাপের আগে ২০২১ কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে জয়সূচক গোলটি এসেছিল তার পা থেকেই। এরপর ২০২২ ফাইনালিসিমায় ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইতালির বিপক্ষে ম্যাচেও জালের খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি। আর্জেন্টিনাকে ১৯৭৮ বিশ্বকাপ জেতানো কোচ সিজার লুইস মেনোত্তির মতে, লিওনেল মেসি, দিয়েগো ম্যারাডোনা ও মারিও কেম্পেসের সঙ্গে তুলনীয় দি মারিয়া। ২০০৮ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক হয় দি মারিয়ার। এরপর আলবিসেলেস্তেদের হয়ে ১৩২ ম্যাচে ২৯ গোল করেছেন তিনি।

মেসির সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে

বর্ণবাদের শিকার রদ্রিগো

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ক্লাব ও জাতীয় দলের সতীর্থ ভিনিসিউস জুনিয়রের মতো বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন রদ্রিগোও। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের পর সামাজিক মাধ্যমে বর্ণবাদী আচরণের শিকার হওয়ার অভিযোগ এনেছেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ইনস্টাগ্রাম ও সাবেক টুইটার বা 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে পোস্ট দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরেন রদ্রিগো।

বুধবার সকালে সুপার ক্লাসিকো শুরুর আগে স্ট্যান্ডে দুই দলের সমর্থকরা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ৩০ মিনিট বাদে শুরু হয় ম্যাচটি। টিভি ফুটেজে ম্যাচ শুরুর আগে রদ্রিগোকে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি ও রদ্রিগো দে পলের সঙ্গে তর্ক করতে দেখা যায়। ম্যাচ শেষের পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে রদ্রিগোকে উদ্দেশ করে আসতে থাকে নানা বর্ণবাদী মন্তব্য। বিষয়টি জানিয়ে রেয়াল মাদ্রিদের এই ফুটবলার লিখেছেন, আক্রমণ যতই হোক, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন।

রদ্রিগো বলেন, বর্ণবাদীরা সবসময় তাদের কাজে লেগেই থাকে। আমার সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলোয় অপমানজনক এবং সব ধরণের বাজে মন্তব্য করা হয়েছে। যে কেউ চাইলেই তা দেখতে পারবে। তারা যা চায় আমরা যদি তা না করি, আমরা যদি এমন আচরণ না করি যেটা আমাদের করা উচিত বলে তারা মনে করে, আমরা যদি এমন কিছু পরিধান করি যেটা দেখে তারা বিরক্ত হয়, আমরা যদি (তাদের দ্বারা) আক্রমণের শিকার হওয়ার সময় নিজেদের মাথা না নিচু করি, তখন বর্ণবাদীরা তাদের অপরাধমূলক আচরণ শুরু করে। তবে তাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা থামব না!

রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলার সময় অনেক দিন ধরে প্রতিপক্ষের মাঠে বর্ণবাদের শিকার হয়ে আসছেন ভিনিসিউস। কঠিন সময়ে রদ্রিগোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে টুইটারে ভিনিসিউসও লিখেছেন, আমরা থামব না! উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচের আগে চলতি সপ্তাহে ব্রাজিলে বর্ণবাদ বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন ভিনিসিউস। ব্রাজিলের বিভিন্ন শহরের বিলবোর্ডগুলোতে বর্ণবাদ বিরোধী বার্তা বহনকারী পোস্টার শোভা পায়।

রোনালদো ম্যাজিকে

আল-নাসেরের জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ম্যাজিকে দাপুটে জয় পেল আল-নাসের। শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) দিবাগত রাত ১২টায় সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় আল-নাসের ও আল-আখদৌদ। ম্যাচটিতে ৩-০ গোলে জয় পায় আল-নাসের। দলের হয়ে রোনালদো জোড়া গোল করেন। এছাড়া অন্য গোলটি গোল করেন সামি আল-নাজি। ম্যাচের ১৩ মিনিটে সামি আল-নাজি গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপরে ৭৭ ও ৮০ মিনিটে জোড়া গোলের ভেলকি দেখান রোনালদো। সামির গোলে সহায়তা করেছেন ডিফেন্ডার সুলতান আল-ঘানাম। এদিকে ম্যাচটিতে পর্তুগিজ সুপারস্টার ইনজুরিতে ভুগেছেন। প্রতিপক্ষের ডি-বক্সের মধ্যে আক্রমণে নেমে পিঠে চোট পান তিনি। তবে সেটিকে পেছনে ফেলে দুর্দান্ত গোল উপহার দিয়ে নায়ক বনে যান। মূলত আল-নাসেরের আক্রমণের সময়ে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক পাওলো ভিটোর গোললাইনে না থেকে কিছুটা উপরে উঠে আসেন। আর সেই সুযোগে মাথার ওপর দিয়ে সিআরসেভেন বল পাঠান জালে। আখদৌদের খেলোয়াড়দের চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এর তিন মিনিট পরেই আবারও গোলের দেখা পেয়ে যান রোনালদো। তাতে শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আল-নাসের।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে

খেললে অনেক মার খেতাম: নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা তিন হারের সঙ্গী হয়েছে ব্রাজিল। বুধবার (২২ নভেম্বর) ঘটনাবহুল এক ম্যাচে স্বাগতিক ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়াম ছেড়েছে মেসির আর্জেন্টিনা।

এদিন ম্যাচ শুরুর আগেই গ্যালারিতে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সমর্থকরা। আর্জেন্টিনার জাতীয় সঙ্গীত চলাকালেই দুয়োধ্বনি দিতে শুরু করেন ব্রাজিলের কিছু সমর্থক। একপর্যায়ে দুই পক্ষের দর্শকদের সামাল দিতে স্থানীয় পুলিশ লাঠিচার্জের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। ব্রাজিলের দাঙ্গা পুলিশের এমন মারমুখী আচরণ ভালোভাবে নেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি। দলের অন্যরাও জড়ো হয়েছিলেন গ্যালারির সামনে। একপর্যায়ে প্রতিবাদ জানাতে দলকে মাঠ ছাড়ার ইঙ্গিত দেন লিও। যার সুবাদে খেলাও বন্ধ ছিল লম্বা সময় ধরে। এরপর ম্যাচেও ছিল দুই দলের মারমুখী ভঙ্গি। উত্তাপ ছড়ানো এই ম্যাচ নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন নেইমার জুনিয়র। চোটের কারণে সেই ম্যাচে খেলতে না পারায় যেন ভালোই হয়েছে তার জন্য! তিনি বলেন, 'ভালো, ক্লাসিক, উত্তাপময় এবং কঠিন লড়াই। ওই ম্যাচে খেললে আমি অনেক মার খেতাম, কিন্তু আমিও গোলমাল করতাম। সবকিছুই যেন পাগলাটে।'

'ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ আমাদের বাড়িতে হল্লা তৈরি করে। আরে চলো, চলো! আবহটা উষ্ণ করতে কাউকে না কাউকে তো কিছু একটা করতে হবে!'-আরও যোগ করেন তিনি।

৩৪ বছরেই আন্তর্জাতিক

ক্রিকেটকে বিদায় ইমাদের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আর দেখা যাবে না ইমাদ ওয়াসিমকে। একরকম হঠাৎ করেই অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন পাকিস্তানের এই বাঁহাতি স্পিনিং অলরাউন্ডার। ৩৪ বছর বয়সী ইমাদ ২৪ নভেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানান। দেশের হয়ে ৫৫ ওয়ানডে ও ৬৬ টি-টোয়েন্টি খেলা এই ক্রিকেটার সবশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন গত এপ্রিলে, নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০ ওভারের ক্রিকেটে।

সাবেক টুইটার বা এখনকার 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে ইমাদ লিখেছেন, অনেক চিন্তা ভাবনা করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ইমাদ জানান, বেশ কিছুদিন ধরে আমি আমার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক ভেবেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলার এখনই সঠিক সময়। এই বছরগুলোয় সবরকম সাহায্যের জন্য পিসিবিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই- পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা সত্যিই অনেক বড় সম্মানের ছিল।

তিনি আরও বলেন, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে জাতীয় দলের হয়ে ১২১ ম্যাচের প্রত্যেকটি খেলতে পারা ছিল স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। নতুন নতুন কোচের কোচিংয়ে ও নেতৃত্বে পাকিস্তানের ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়াটা ছিল রোমাঞ্চকর। দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবার সর্বোচ্চ সাফল্য কামনা করি এবং আগামীতে দলের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দেখার আশায় থাকব।"

বিদায়বেলায় এতদিন সমর্থন দেওয়ার জন্য ভক্ত-সমর্থকদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন ইমাদ। পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা। জাতীয় দলকে বিদায় জানালেও এখনই অবশ্য ক্রিকেট ছাড়ছেন না ইমাদ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে খেলা চালিয়ে যেতে চান তিনি।

২০০৬ সালে যুব বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু ইমাদের। দুই বছর পর ওই টুর্নামেন্টের পরবর্তী আসরে পাকিস্তানকে নেতৃত্বও দেন তিনি। জাতীয় দলে অভিষেকের জন্য অবশ্য বেশ অপেক্ষা করতে হয় তাকে; ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম ম্যাচ খেলেন এবং ওই সময়ের বহিষ্কৃত সাইদ আজমলের শূন্যস্থান পূরণ করেন তিনি।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হার;

কী অভিযোগ শামির?

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জেতার পরে ফাইনালে হারতে হয়েছে ভারতকে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হতাশ করেছে ভারতের ব্যাটিং। বোলারেরা চেষ্টা করেও দলকে জেতাতে পারেননি। এই হারের দায় দলের ব্যাটারদের উপর চাপিয়েছেন মোহাম্মদ শামি। বিশ্বকাপের চার দিন পরে সংবাদ সংস্থা এএনআইকে শামি বলেন, 'আমরা বেশি রান করতে পারিনি। ৩০০ রান করতে পারলেই ওদের আটকে দিতাম। কারণ, আমদাবাদের উইকেটে ৩০০ রান করা সহজ ছিল না। ব্যাটারদের আরও একটু দায়িত্ব নিয়ে খেলা উচিত ছিল। আগের ১০ ম্যাচে আমরা যেভাবে ব্যাট করেছি ফাইনালে সেটা করতে পারিনি।'

ব্যাটারদের দায়ী করলেও বিতর্ক বাড়াতে চাননি শামি। তিনি বলেন, 'এখন আর অন্যদের উপর দায় চাপিয়ে কোনও লাভ নেই। কারণ, ক্রিকেট দলগত খেলা। আমরা একটা দল হিসেবেই খেলেছি। দল হিসেবেই হেরেছি। কিন্তু আমাদের রান কম হয়েছিল। সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।'

বিশ্বকাপে মাত্র সাতটি ম্যাচ খেলে সব থেকে বেশি ২৩টি উইকেট নিয়েছেন শামি। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ উইকেট নিয়ে একাই জিতিয়েছেন ভারতীয় পেসার। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার জিততে ২৪১ রান দরকার ছিল। শুরুতে উইকেট নিলেও মাঝের ওভারে উইকেট নিতে না পারায় হারতে হয়েছে ভারতকে। সেটা মেনে নিতে পারছেন না ভারতীয় পেসার।

ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

আর্জেন্টিনার কাছে হেরে ব্রাজিলের বিদায়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বড়দের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মারাকানায় ব্রাজিলকে তাদের মাঠেই হারিয়ে এসেছে আর্জেন্টিনা। ইন্দোনেশিয়ায় ছোটেদের বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেল ব্রাজিল। ফিফা অনুর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে ৩ -০ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। এই ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছেন এমন একজন যাকে ভাবা হয় 'পরবর্তী মেসি'। ভক্তরা তাকে আদর করে 'লিটল ডেভিল' ডাকেন। তার আসল নাম ক্লদিও এচেভেরি।

শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু হতে প্রায় আধা ঘণ্টা দেরি হয়। এর আগে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকালে ফিফা বিশ্বাকাপ-২০২৬ এর বাছাই পর্বে মারাকানায় ব্রাজিলের জাতীয় ফুটবল দলকে ১-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। গ্যালারিতে মারামারি ও পুলিশের লাঠিপেটার কারণে সে ম্যাচটিও সাড়ে ৬টার পরিবর্তে ৭টায় শুরু হয়েছিল। ব্রাজিলিয়ান সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানিয়েছে, জাকার্তায় দুই দল যখন ওয়ার্ম আপ করছিল তখন ঝড় বইতে শুরু করে। স্টেডিয়ামের ওপরে ছাদ থাকলেও তা ঢেকে দেওয়া হয়নি। প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাঠ খেলার উপযোগী করে তুলতে আধা ঘণ্টা দেরি হয়।

ঝড়ের দিনে ফুটবল পায়েও ঝড় তুলেছেন আর্জেন্টিনার ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ক্লদিও এচেভেরি। খেলা শুরুর বাঁশি বাজার পর মাঠ কাঁপিয়েছেন তিনি। ২৮, ৫১ ও ৭১ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক তুলে নেন। আগামী মঙ্গলবার সেমিফাইনালে জার্মানির বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-১৭ দল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR